

23296 - যবে সব ওজর বা অজুহাতরে কারণে রমযানরে রযো না-রাখা বধে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রমযানরে রযো না-রাখাকে বধেকারী অজুহাতগুলো কি কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

নাঃসন্দহে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সহজীকরণ হচ্চে, তিনি শুধুমাত্র তাদের উপর রযো রাখা ফরয করছেন যাদের রযো রাখার সক্ষমতা আছে এবং শরয়িত অনুমোদতি ওজররে ভিত্তিতে রযো না-রাখাকেও বধে করছেন। যবে শরয়ি ওজররে কারণে রযো না-রাখা বধে সগুলো হচ্চে:

এক: রোগ:

রোগ মানে হচ্চে, এমন সব অবস্থা যার কারণে ব্যক্তি সুস্থতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়।

ইবনে কুদামা বলেন: রোগরে কারণে রযো না-রাখা বধে হওয়া মর্মে আলমেগণরে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। দলিল হচ্চে আল্লাহর বাণী: “আর তোমাদের মধ্যে যবে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫] সালামা বনি আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ فَإِذَا كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (অর্থ- আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরবর্ত্তে ফদিয়া দয়ো তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।) শীর্ষক আয়াতটি নাযলি হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে ইখতিয়ার দয়ো হয়েছিলি যবে, যার ইচ্ছা হয় সে রযো রাখতে পারে, আর কটে রযো রাখতে না চাইলে সে ফদিয়া দবে। এরপর যখন পরবর্ত্তী আয়াত: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (অর্থ- রমযান মাস, এতে কুরআন নাযলি করা হয়েছে মানুষরে হদোয়াতরে জন্য এবং হদোয়াতরে স্পষ্ট নদির্শন ও সত্যাসত্যরে পার্থক্যকারীরূপে। কাজহে তোমাদের মধ্যে যবে এ মাস পাবে সে যবে এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে তোমাদের কটে অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।) নাযলি হল, তখন ফদিয়া দয়োর ইখতিয়ার রহতি হয়ে সুস্থ-সক্ষম লোকদেরে ওপর শুধুমাত্র রযো রাখা জরুরী সাব্যস্ত হয়ে যায়। এ আয়াত পূর্বরে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আয়াতটিকে রহতি করে দেয়। সুতরাং রোযা রাখার কারণে যে অসুস্থ ব্যক্তির রোগে বড়ে যাওয়া, কথিবা আরোগ্য লাভ বলিম্বতি হওয়া কথিবা কোনে অঙ্গহানি ঘটার আশংকা করে তার জন্য রোযা না-রাখা বধৈ। বরং রোযা না-রাখাই সুন্নত; রোযা রাখা মাকরুহ। কোনে কনো কনো ক্ষত্রে রোযা রাখার পরণিতম্ভিত্যুও হতে পারে। সুতরাং এর থেকে বঁচে থাকা আবশ্যিক। অতএব, জনে রাখুন, রোগেরে কষ্ট ব্যক্তিকে রোযা না-রাখার বধৈতা দেয়। পক্ষান্তরে, সুস্থ ব্যক্তি যদি কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করেন, তদুপরি তার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়যে নয়। অর্থাৎ যদি রোযা রাখার কারণে শুধু ক্লান্তির কষ্ট হয় সক্ষেত্রে।

দুই: সফর:

যে সফরে রোযা না-রাখা বধৈ সে সফরে ক্ষত্রে শর্ত হচ্ছ:

ক. এমন দীর্ঘ সফর হওয়া, যে সফরে নামায কসর করা যায়।

খ. সফরকালীন সময়েরে মধ্যে মুকীম হয়ে যাওয়ার সংকল্প না করা।

গ. এ সফর কোনে গুনোর কাজে না হওয়া। বরং জমহুর আলমেরে নকিট স্বীকৃত কোনে উদ্দেশ্যে সফর করা। কোনে, রোযা না-রাখার অনুমতি একটি রুখসত (ছাড়) ও সহজীকরণ। তাই পাপে লিপ্ত ব্যক্তি এ সুযোগে পতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ: কারো ভ্রমণেরে ভিত্তি যদি গুনোর উপর হয়; যমেন- ডাকাত কিরার জন্য সফর করা।

(কনো ক্ষত্রে সফরে অনুমোদতি রুখসত (ছাড়) প্রযোজ্য হবে না)

সর্বসম্মতকিরমে দুইটি কারণে সফর অবস্থার ছাড় প্রযোজ্য হবে না:

১। যদি মুসাফরি তার নিজ দেশে ফরেত আসে ও নিজ এলাকায় প্রবশে করে; যে এলাকায় সে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

২। যদি মুসাফরি ব্যক্তি কোনে স্থানে সাধারণভাবে স্থায়ীভাবে থাকার নিয়ত করে, কথিবা মুকীম সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার মত সময়কাল অবস্থান করার নিয়ত করেনে এবং সে স্থানটি অবস্থান করার উপযুক্ত স্থান হয় তাহলে সক্ষেত্রে তিনি মুকীম হয়ে যাবেনে। তখন তিনি নামাযগুলো পরপূর্ণ সংখ্যায় আদায় করবেনে, রোযা রাখবেনে; রোযা ছাড়বেনে না; যহেতে তার সফরে হুকুম শযে হয়ে গছে।

তনি: গর্ভধারণ ও দুধ পান করানো

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

ফকিহ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞঃ আলমেগণ একমত যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধ-দানকারিণী নারীর জন্য রমযানরে রোযা না-রাখা বৈধ; এই শরত্বে যে তারা নিজদেরে কথিবা সন্তানরে অসুস্থতার কথিবা রোগ বৃদ্ধির, কথিবা ক্షতির কথিবা মৃত্যুর আশংকা করে। এই বুখসত বা ছাড়রে পক্ষ্বে দললি হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “আর যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে কথিবা সফরে থাকবে সে অন্ত্র দনিগুলতোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।” এখানরে রোগ দ্বারা যে কোন রোগ উদ্দেশ্য নয়; কেননা যে রোগরে কারণে রোযা রাখতে অসুবিধা হয় না সে রোগরে কারণে রোযা ভাঙার অবকাশ নহে। এখানরে রোগ রূপক অর্থ্বে ব্যবহৃত হয়ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে অবস্থার পরপিরক্షতিরে রোযা রাখলে স্বাস্থ্যরে ক্షতি হয়। রোগ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। এখানরে এ অর্থ পাওয়া গছে। তাই এ বিষয়দ্বয় রোযা না-রাখার অবকাশরে আওতায় পড়বে। আরকেটি দললি হচ্ছে আনাস বনি মালকি আল-কা'বি (রাঃ) এর হাদিস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে, নশিচয় আল্লাহ মুসাফিররে উপর থেকে রোযা ও অর্থকে নামায় মওকুফ করছনে এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী নারীর উপর থেকে রোযা মওকুফ করছনে। হাদিসরে অন্ত্র একটি রোযায়তে المرضع أو الحامل শব্দরে পরবির্তে المرضع والحلي শব্দদ্বয় এসছে।

চার: বারধক্য ও জরাগ্রস্তুতা:

বারধক্য ও জরাগ্রস্তুতা নমিনোকত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে:

জ্বরগ্রস্তু বৃদ্ধ: যার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গছে কথিবা তিনি নিজি মৃত্যুর উপক্রম, প্রতদিনি ক্షয় হতে হতে তিনি মৃত্যুর দকি এগিয়ে যাচ্ছনে।

এমন বুগ্ন ব্যক্তি যার সুস্থতার কোন আশা নহে; তার ব্যাপারে সবাই হতাশ।

এছাড়া বয়স্ক বৃদ্ধা।

উল্লেখতি ব্যক্তিবিরগরে রোযা না-রাখার পক্ষ্বে দললি হচ্ছে আল্লাহর বাণী, “আর যাদরে জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদরে কর্তব্য এর পরবির্তে ফদিয়া দয়ো তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলনে, এ আয়াতে কারীমা রহতি হয়ে যায়নি। এ আয়াতে কারীমা (এর বধান) বয়স্ক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ক্షত্রে; যারা রোযা রাখতে পারনে না, তারা রোযার পরবির্তে প্রতদিনি একজন মসিকীনকে খাদ্য দবিনে।

পাঁচ: ক্షুধা ও তৃষ্ণার ফলে অস্বাভাবিকি দুর্বলতা:

তীব্র ক্షুধা কথিবা প্রচণ্ড তৃষ্ণা যাকে অস্বাভাবিকি দুর্বল করে ফলেছে; সেই ব্যক্তি তার জীবন বাঁচানরে পরমাণ খাদ্য

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

খাবে এবং সবে দিনেরে অবশিষ্টাংশ উপবাস কাটাবে। আর এ রোযাটিকাযা পালন করবে।

কমুখা ও তৃষ্ণার অস্বাভাবিক দুর্বলতার সাথে আলমেগণ শত্রুর সাথে সম্ভাব্য কথিবা সুনশিচতি মোকাবিলার ক্ষত্রে দুর্বল হয়ে পড়াকেও অন্তর্ভুক্ত করছেন; যমেন শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হলে: যদি গাজী (যোদ্ধা) ব্যক্তি সুনশিচতিভাবে কথিবা পূর্বল ধারণার ভিত্তিতে যুদ্ধে বসিয়ে জানেন যেহেতু তিনি শত্রুর মোকাবিলাতে রত রয়ছেন এবং রোযা রাখার কারণে শারীরিক দুর্বলতার আশংকা করেন; অথচ তিনি মুসাফির নন এমতাবস্থায় তার জন্য যুদ্ধে পূর্বে রোযা ভেঙে ফেলো জায়যে আছে।

ছয়: জবরদস্তরি শকার:

জবরদস্তি হচ্ছে: শাস্তরি হুমকি দেওয়ার মাধ্যমে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোন কাজ করতে কথিবা না- করতে বাধ্য করা; যে ব্যাপারে সবে ব্যক্তি নিজি থেকে রাজি নয়।